দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

জঙ্গিদের ভিডিও দেখিয়ে ক্লাস নেন শিক্ষকরা

■ খান মোহাম্মদ খালেদ, টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার নরিল্লা গ্রামের আলোচিত সেই মাদ্রাসায় জঙ্গিদের ভিডিও দেখিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগও মাদ্রাসাটির বিরুদ্ধে। এই মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল কল্যাণপুরে পুলিশের অভিযানে নিহত জঙ্গি আবু হানিফ নাইম ওরফে আবুল হাকিম নাইম। তার বাড়ি টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার গোলাবাড়ি গ্রামে। মাদ্রাসাটিকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে রহস্যের শেষ নেই।

ধনবাড়ীর নারিল্লা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত জঙ্গি নাইম

জানা গেছে, নাইম প্রায় পাঁচ বছর লিবিয়ায় থেকে ২০১১ সালে দেশে ফিরে নিজ গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হত- এমন অভিযোগে এলাকার মানুষ মাদ্রাসাটি উচ্ছেদ করে তাকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর সে যোগ দেয় ধনবাড়ীর প্রত্যন্ত গ্রাম নরিল্লা কওমি মাদ্রাসায়। আর এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রায় দুই যুগ বিদেশে কাটিয়ে আসা এই গ্রামের আনোয়ার হোসেন। নরিল্লা গ্রামে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর মৃত ছামান আলী সরকারের পুত্র আনোয়ার হোসেন ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলাহুল্লেছা কওমি মহিলা মাদ্রাসা এবং ২০১৩ সালে ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন আত্তাওহিদ ওয়াম সুন্নাহ কওমি মাদ্রাসা। মহিলা মাদ্রাসায় দুই শতাধিক ও ছেলেদের মাদ্রাসায় প্রায় একশত শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ার হোসেন, তার ফিলিপিনো স্ত্রী ও এক কন্যাসহ ১২ শিক্ষক সম্পূর্ণ আবাসিক এই দুই মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করেন। শিক্ষার্থীরাসহ বাকি শিক্ষকরা বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। তাদের সবাই এখানেই থাকেন। কল্যাণপুরে জঙ্গি নাইম নিহত হওয়ার পর মাদ্রাসা দুটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, ওই মাদ্রাসায় এখনো ইরাক, সিরিয়ার ভিডিও দেখিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ভিডিও দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের উগ্রতার দিকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকার কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন, শুরু থেকেই এই দুই পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

জঙ্গিদের ভিডিও

২০ পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসার ধরন সন্দেহজনক। তাদের অভিযোগ, আনোয়ার হোসেন ও তার এক ভাই আব্দুল মজিদ ঠাকুর এলাকার আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে দলের কোনো পর্যায়ে তাদের কোনো পদ-পদবী নাই। সরকারি দলের এক শ্রেণির নেতাদের আশ্রয়ে থেকেই তারা এখানে ইসলামের নামে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন। তাদের অর্থের উৎস সম্পর্কেও কোনো স্বচ্ছতা নেই।

এসব অভিযোগের ব্যাপারে আনোয়ার হোসেন জানান, আবু হানিফ নাইম ২০১২ সালের জুন থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি মাদ্রাসার আয়-ব্যয়ের হিসাবও তদারক করতেন এবং এই হিসাব নিয়ে বিরোধের সূত্র ধরে তাকে মাদ্রাসা থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়। তবে নাইমের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা জানতেন না তিনি। তিনি জানান, কওমি মাদ্রাসার আদলে মাদ্রাসা দু'টি পরিচালিত হলেও শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে তার নিজের প্রবর্তিত কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তিনি এ কাজ করছেন বলে জানান। জঙ্গিদের ভিডিও দেখিয়ে ক্লাস নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি।

জঙ্গি আবু হানিফ নাইম নরিল্লা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত কি না ধনবাড়ী থানার ওসি মজিবর রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানেন না উল্লেখ করে পাল্টা এই প্রতিবেদককে প্রশ্ন করেন, '১৯৫২ সালে কেউ কোথাও শিক্ষকতা করলে সেই মাদ্রাসাকে এ ব্যাপারে টেনে আনতে হবে কেন?' তবে তিনি জানান, 'জঙ্গির প্রশ্নে এই মাদ্রাসা দু'টিকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।'